দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2 9 NOV 2006
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

হাজীগঞ্জে ২৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাজারের তৈরী প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা শুরু

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে কেনা প্রশ্নপত্রে হাজীগঞ্জে গত ২৭ নভেম্বর ২৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে। পরীক্ষা ও প্রশ্ন সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র উপেক্ষা করে মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির তৈরী ৫টি সেটে মোট ২৯টি বিদ্যালয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্র দিয়ে শুরু হচ্ছে ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা। এদিকে জানা যায়, ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে একপত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে প্রতিমাসে মাসিক টেস্ট এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের তৈরী প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা নেয়ার জন্য পরিপত্র জারি হয়। পরিপত্রে বলা হয়, কোন অবস্থাতেই বাইরের প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষা নেয়া যাবে না। ২০০৪ সাল থেকে এ আদেশ কার্যকর হলেও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি সে আদেশ অমান্য করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হাত করে প্রশ্নপত্র তৈরী করে বিদ্যালয়গুলোতে বিলি করছে সেট হিসেবে। নিম্নমানের ৫ অভিন্ন সেটে প্রশ্নপত্র দিয়ে বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা নিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র [illegible]

জানায়, বিদ্যালয়গুলোতে শুরু হওয়া বার্ষিক পরীক্ষাও নেয়া হবে ওইসব কেনা প্রশ্নপত্রে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জানান, আমরা সমিতির সদস্য, সমিতির নেতারা অনেকটা জোর করে আমাদের কাছে পরীক্ষার প্রশ্ন বিক্রি করছেন অথবা ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ যে টাকা নেয়া হয়েছে তা দিয়ে আরো ভাল মানের প্রশ্ন তৈরী করা যেত। উল্লেখ্য, হাজীগঞ্জ উপজেলায় ৩২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩টি বিদ্যালয় (হাজীগঞ্জ পাইলট উচ্চ বালক বিদ্যালয়, হাজীগঞ্জ পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও পালিশারা উচ্চ বিদ্যালয়) ব্যতীত বাকী ২৯টি বিদ্যালয়ে ৫টি সেটে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করে বিলি করে দিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। ওই প্রশ্নগুলোতে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডের পরিপত্র ব্যতিরেখে সমিতির তৈরিকৃত প্রশ্ন কতটা বিধিসম্মত তা জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল হাজীগঞ্জ থানা শিক্ষক সমিতির সভাপতি [illegible]

জানানা, আমরা পরিপত্র অনুসারে ৫টি সে[illegible] ২৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রশ্নপত্র তৈরী ক[illegible] দিয়েছি। প্রশ্নপত্রগুলোতে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের ন[illegible] উল্লেখ করা রয়েছে। তিনি আরো জানান, [illegible] তৈরী করে দিয়েছি। প্রশ্নপত্রগুলোতে স্ব[illegible] বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আ[illegible] জানান, প্রশ্ন তৈরী করার পর বাকি অবশিষ্ট [illegible] থাকে তা আমরা দুস্থ ও গরিব ছাত্রছাত্রীকে অনুদ[illegible] হিসেবে দিয়ে থাকি। উপজেলা মাধ্যমিকে শি[illegible] অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, শি[illegible] বোর্ডের আইন অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরা[illegible] আমি এ ব্যাপারে এখনও কিছুই জানি না। ত[illegible] সাক্ষ্য-প্রমাণসহ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যব[illegible] নেয়া হবে। তিনি আরও জানান, আম[illegible] জানামতে, প্রতিটি বিদ্যালয়ই তাদের নিজে[illegible] মত করে প্রশ্ন তৈরী করে থাকে।